Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ { কলিকাতাঃ— ১১ই মাঘ, বৃহস্পতিবার, সন ১২৭৯ সাল। ইং ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ। } ৫০ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞানসার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি ৬৩খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা পুস্ক মুল্য ১৲ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক। পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মূল্য ॥০ আনা ডাক মাসুল ⁄০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মুল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা।

'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' (সেতারা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ) প্রস্তুত ও প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, তিনি কলিকাতা মৃজাপুর হলওয়েলস লেন, ২নং প্রাকৃত যন্ত্রে এবং পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী শ্রীযুক্তবাবু পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের নিকটে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৫ পাঁচটাকা, মফঃস্বলে ডাক মাসুল সমেত ৫৷৷০ পাঁচ টাকা।

শ্রীকালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
বঙ্গসঙ্গীতবিদ্যালয়ের অবৈতনিক
সহকারী সম্পাদক।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ও সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে। কলিকাত চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মুল্য ৩ টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

—০—

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা॥ গ্রাহকগণ কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গা শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্ট্যাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি পাঠাইবেন। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল পাঠান তাঁহারা আধ আনা মুল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে, শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার

প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মূল্য প্রতি সিসি „ „ „ „ ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত „ „ „ „ ১৷৵

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে।

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মুল্যের ষ্টাম্প পাঠান।

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য „ „ „ ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত „ „ „ ১৷৵ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার

কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মুল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। পত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রবিশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাসুল ।০ আনা॥

ঐতিহাসিক নবন্যাস।

উপরের লিখিত ইতিহাস মুলক নবন্যাস গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বিজ্ঞাপন।

ঋষিচরিত নাটকের দশ আনা মূল্য স্থির করা ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ফর্ম্মা বৃদ্ধি হওয়াতে ৸০ বারো আনা হইল। গ্রাহক মহাশয়েরা মুল্য পাঠাইলেই পুস্তক পাইবেন। মফস্বলে ৵০ আনা ডাক মাশুল আছে।

শ্রীনবীনকৃষ্ণ বসু।
কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটী।

লর্ড নর্থব্রুক।

আমাদের নূতন গবর্ণর জেনেরল কেবল কয়েক মাস এখানে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ সময় দেশভ্রমণে গত হইয়াছে। মান্দ্রাজ, অযোধ্যা এবং ব্রহ্মদেশ ব্যতীত লর্ড নর্থ ব্রুক সকল স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গবর্ণরদিগের দেশ-ভ্রমণ করায় বিস্তর ক্ষতি আছে বটে, কিন্তু উহাতে কতক লাভও হইয়া থাকে। লর্ড নর্থ ব্রুকের দেশ ভ্রমণে অনেক শুভ ফলোৎপত্তি হইয়াছে। হুলকারের রাজ্যে পূর্ব্বে কোন গবর্ণর জেনেরল গমন করেন নাই। হুলকারও কোন গবর্ণর জেনেরলের দরবারে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক তাঁহার রাজ্যে গিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করেন ও ব্রিটিস রাজ্যের সহিত হুলকারের রাজ্য চিরবন্ধুতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। লর্ড নর্থব্রুক ভারতবর্ষে সম্প্রতি আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি পূর্ব্ব হইতে এ দেশ সংক্রান্ত বিস্তর জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া আফিসে কাজ করিয়া ভারতবর্ষীয়দিগের রীতি নীতি সমুদায় ইনি বিশেষ করিয়া অধ্যয়ন করেন। বিলাতে ইনি ভারি কাজের লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং এখানেও এই কয়েক মাসের মধ্যে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। ইনি কাজ করিতে ভাল বাসেন এবং যাহাতে কাজ বাকী পড়িয়া না থাকে, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নশীল। ইহাঁর কার্য্য প্রণালীর একটি বিশেষ গুণ আছে। কোন বিষয় জানিতে ইচ্ছা হইলে ইনি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষদের কথার উপর নির্ভর করেন না, কিন্তু ঐ বিষয়ের আদিম স্থান অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া লন। তাঁহার এরূপ বিশ্বাস যে, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা আফিসের কেরাণীরা ভাল জানে এবং এরূপ অবস্থায় তিনি কর্ত্তার উপর না লিখিয়া সাক্ষাৎ ভাবে কেরাণীর সহিত লেখা পড়া করেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যে দীর্ঘসূত্রী ভাব একটি মহৎ দোষের কারণ লর্ড নর্থব্রুক যদি উহা উঠাইয়া দিতে পারেন, তবে তিনি প্রকৃত একটি বিশেষ মঙ্গল করিবেন। আবার এদিকে গুরুতর বিষয়ে তিনি সহসা মত দেন না। বিশেষ চিন্তা না করিয়া তিনি কোন বিষয়ে সম্মতি দিতে স্বীকার করেন না। বাঙ্গালার পক্ষে ৫টি বিশেষ শুভকর। বাঙ্গালার লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে বাঙ্গালা উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছে এবং আমরা ভরসা করি, চিন্তাশীল লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক তাঁহার কৃত অপকার সকল তিরোহিত হইবে। আমাদিগের নূতন গবর্ণর জেনেরলের আর একটি গুণ আছে। অন্যান্য গবর্ণর জেনেরলের ন্যায় ইনি সভাসদগণ ও সেক্রেটারিদিগের অধীন নন, কিন্তু ইনি সমুদায় বিষয় নিজে চিন্তা করিয়া দেখেন এবং কোন বিষয়ের চূড়ান্ত বিচার করিবার পূর্ব্বে তাহার গোড়া পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। গত কয়েক মাসের কার্য্য দ্বারা লর্ড নর্থব্রুককে সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে। অবশ্য তাঁহার বাহ্যিক চটক কিছুই নাই, কিন্তু আমরা বাহ্যিক চটক চাহি না, আমরা কর্ম্মঠ ও কার্য্যতৎপর শাসনকর্ত্তা চাই। লর্ড নর্থব্রুক কিরূপ রাজনীতি অবলম্বন করিবেন তাহা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার গত কয়েক মাসের কার্য্য দ্বারা যত টুকু বুঝা যায় তাহাতে বোধ হয় যে, দেশীয়দিগের মতে মত দিয়া যাহাতে আইন-বৃদ্ধি ও করবর্ষণ না হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করিবেন। শুনা যাইতেছে তাঁহার কৌন্সিলের ল মেম্বার মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে আবশ্যকের অধিক বিস্তর আইন প্রচলিত হইয়াছে এবং এখানে আর কোন নূতন আইন প্রচলিত করিতেগেলে হিতে বিপরীত হইবে। আমরা ভরসা করি, লর্ড নর্থব্রুক বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার প্রতিও একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। লর্ড নর্থব্রুক আয় ব্যয়সম্বন্ধে মত বোম্বাই ও নাগপুরে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত করেন। তিনি বলেন যে, আয় ব্যয়ের সামঞ্জস্য করা তাঁহার প্রধান কাজ থাকিবে এবং তিনি যদি তঁাহার কথা রক্ষা করেন, তবে আর আমাদের কোন আশঙ্কার বিষয় নাই। লর্ড লরেন্স দেশের উন্নতি করিতে গিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করেন। উন্নতির নাম করিয়া তিনি নানাবিধ কর স্থাপন করেন এবং তাহার ফল এই হয় যে, দেশ সমেত লোক গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। লর্ড মেও তাঁহাকে অনুসরণ করেন এবং তাহার ফল দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা। লর্ড নর্থ ব্রুক সত্যই বলিয়াছিলেন যে, করভার বৃদ্ধি করিয়া দেশের উন্নতি করিতে গেলে যদি লোকের অসন্তোষ প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়, তবে সেরূপ উন্নতি সহস্রগুণে প্রার্থনীয় হইলেও তাহাতে ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের আর একটী কথায় আমরা বোধ করি লর্ড নর্থ ব্রুক সায় দিবেন। দেশে যে কোন উন্নতির প্রবর্ত্তনা করা হউক না কেন, তাহাতে দেশীয় লোকদিগের পরামর্শ লওয়া উচিত। যদি দেশীয়দিগের সহিত একমত হইয়া কোন কার্য্য করেন এবং তাহা সুসিদ্ধও না হয় তবু দেশীয়েরা সন্তোষের সহিত সে ক্ষতি পূরণ করিবে এবং নূতনকর স্থাপন করিলেও তাহারা বাক্য ব্যয় করিতে পারিবেনা। লর্ড নর্থব্রুক যদি সকল কার্য্যে দেশীয়দিগের পরামর্শ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিবেন যে তাঁহার পক্ষে ভারতবর্ষ শাসন কত সহজ এবং যখন তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন ভারতবর্ষকে আর এক অবস্থায় রাখিয়া যাইবেন। তখন জীর্ণ শীর্ণ মলিন ভারতবর্ষ অপূর্ব্ব শোভাময় শ্রীধারণ করিবে এবং ভারতবর্ষীয়দিগের আশীর্ব্বাদধ্বনি তাঁহার কর্ণকে সুশীতল করিবে। আপাততঃ অনেক গুলি বিষয় আছে যাহাতে লর্ড নর্থব্রুকের মনোযোগ বিশেষ আবশ্যক। নূতন ফৌজদারি আইন প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহাতে দেশ সমেত লোক ভয়ে কম্পিত হইয়াছে। এই আইনের বলে যাহাতে মাজিষ্ট্রেটগণ যথেচ্ছাচার না করিতে পারেন তাহার প্রতি যেন তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকে। শিক্ষাবিষয়ে লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর যে হুলুস্থূলু বাধাইয়া দিয়াছেন তাহা তাঁহার অবিদিত নাই। এ সম্বন্ধে অনেকগুলি আবেদন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সে গুলি সম্বন্ধে যেন বিবেচনা করা হয়। ক্যাম্বেল সাহেবের মিউনিসিপালিটি বিল তাঁহার নিকট অর্পিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল আইন প্রচলিত হইলে দেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে। যদি ছয় কোটি লোকের প্রতিবাদ একজন উষ্ণমস্তিষ্ক শাসন কর্ত্তার কল্পনা অপেক্ষা গুরুতর হয়, যদি ছয় কোটি লোকের স্বার্থ একজন উদ্ধতস্বভাব লোকের স্বার্থকে অতিক্রম করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বোধ করি লর্ড নর্থব্রুক কখনই মিউনিসিপালিটি বিল বিধিবদ্ধ হইতে সম্মতি দিবেন না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর মূল দোষ ঘটিয়াছে এবং আমরা ভরসা করি উহা সংশোধন করিতে যদি কাহারও মন কষ্ট হয়, লর্ড নর্থব্রুক তাহা গাহ্য করিবেন না।

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের আন্দোলন।

ইংলণ্ডে ভারতবর্ষ লইয়া আন্দোলন হইতেছে। কয়েক জন মহা স্বভাব সভ্য, আমাদিগের বিশেষ পরিচিত ষ্টিফিন সাহেব ও আর কোন কোন ইংরাজ সেখানে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ক কয়েকটী বক্তৃতা করেন এবং সেই সমুদয় বক্তৃতা লইয়া ইংলণ্ডের সম্বাদ পত্র সকলে তর্ক বিতর্ক হইতেছে। এদেশীয়দিগের মনে বিশ্বাস যে, ইংলণ্ডের লোকে স্বার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলে ভারতবর্ষের কোন বিষয়ে মনোযোগ দেন না। এরূপ বিশ্বাসের কতকটা সত্য আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যোগ্যস্থলে আমাদের মনের কথা প্রকাশ করিলে এবং যথাযোগ

রূপে প্রকাশিত হইলে ইংলণ্ডের লোকে কখনই আমাদের প্রতি এখন যেরূপ উদাসীভাব দেখাইতেছেন সেরূপ আর দেখাইবেন না। ভারতবর্ষের এক দিন সুখের দশা ছিল, তখন ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে নিজ দেশের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তখনকার রাজপুরুষগণের মহদন্তঃকরন ছিল, আমরা তাঁহাদের নিতান্ত অনুগত ছিলাম। তাঁহারা এদেশে আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইবার নিমিত্ত যত্ন করিতেন, তাঁহারা এদেশীয় চাল চলন সমুদায় অবলম্বন করিতেন এমন কি অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের সঙ্গে যতদূর সম্ভব আত্মীয়তা করিতেন, বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে যোগ দিতেন, কখন কখন আমলাদিগকে সন্দেশ ও আম্র বিতরণ করিতেন, বাটিতে যাত্রা কি কবির গান দিয়া আমলাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন, অনেক আমলা তাঁহাদিগকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিত এবং তাঁহারা তাহাদিগকে সন্তানের মত দেখিতেন। তখন ভারতবর্ষের সুখের দশা ছিল, গবর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হইলেও সকল বিষয় দেখিতেন পাছে আমাদের গাত্রে অধিক বেদনা লাগে। আমরা সাহেবদিগের অমায়িক ভাবে সমুদায় অত্যাচার ভুলিয়া যাইতাম, তাঁহারা জানিতেন যে, আমরা ভাল বাসার কত দাস এবং আমরাও জানিতাম যে, ইংরাজেরা কতদূর মহৎ। কিন্তু সে দিন গিয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের প্রায় এক রূপ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের আর গবর্ণমেণ্টের উপর পূর্ব্বের ন্যায় ভক্তি ও আস্থা নাই। ইংরাজগণও আর পূর্ব্বের ন্যায় আমাদিকে ভাল বাসেন না। ইহাতে কতক আমাদের ও কতক ইংরাজদিগের দোষ আছে। তাঁহারা আমাদিগকে সেকালে ভাল বাসিতেন এবং আমাদের মঙ্গল চাহিতেন। তাঁহারা এই নিমিত্ত আমাদের হৃদয়ে ক্রমে অনেক গুলি নূতন ভাবের উদ্দীপন করিবার যত্ন করেন। আমরা ইংরাজি প্রথম পুস্তকেই পাঠ করিলাম যে, স্বাধীনতা পরম ধন। আমরা পাঠ করিলাম যে, একটি নেকড়ে বাঘ গৃহস্থের পালিত একটি কুক্কুরকে সবল ও সুন্দর শরীর দেখিয়া গৃহস্থের বাটি যাইতে তাহার লোভ হইল. কিন্তু কুক্কুরের গলায় শৃঙ্খলের দাগ দেখিবামাত্র সে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করা শ্রেয়ঃকল্প মনে করিল, তথাপি কুক্কুরের সঙ্গে দাস হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে ইচ্ছা করিল না। শুদ্ধ প্রথম পাঠের ইংরাজি গ্রন্থে আমাদের নবীন ও কোমল হৃদয়ে এই ভাবটি অঙ্কিত হয় নাই। আমরা যত বড় হইয়াছি, যত বড় বড় গ্রন্থ পড়িয়াছি আমাদের হৃদয়ে ততই সেই ভাব রূপ পুষ্প মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইংরাজদের প্রসাদে এই অমূল্য রত্নটি পাইয়াছি, কিন্তু আগে জানিতাম না যে, ইহাই আমাদের দুঃখ ও কষ্টের কারণ হইবে। ইংরাজেরা আমাদের প্রথম চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া দেখাইয়া দেন যে, এদেশ আমাদের, এদেশের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, পৃথিবীর আর কোন জাতির আর সেরূপ সম্বন্ধ নাই। এদেশের উৎপন্ন অর্থ গুলি আমাদের, ন্যায্যমতে এদেশের রাজকীয় সমুদায় কার্য্য ভার আমাদের হস্তে ন্যস্ত হওয়া উচিত। আমাদের এই শিক্ষা সকল কষ্টের মূল হইয়াছে। এক দিন এদেশের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পিতার ও পিতামহের ছবির দিকে তাকাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তোমরাই মহাপুরুষ ছিলে, তোমরা সুখে জীবন কাটাইয়াছ, তোমরা ইংরাজদিগকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতে এবং তাঁহারা তোমাদিগকে সন্তানের মত দেখিতেন। আমাদিগকে পোড়া ইংরাজি শিক্ষায় সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আমরা পূর্ব্বের ন্যায় ইংরাজদিগকে সম্বোধন করিতে অভিমান বোধ করি এবং ইংরাজেরা আর সে কালের মত আমাদিগকে আপন বলিয়া জানেন না। কিন্তু যাহা হইবার তাহা হইয়াছে এখন আর উপায় নাই। আমাদের ন্যায় অনন্যোপায় জাতির পক্ষে পরাধীনতার কঠোরতা শিক্ষা করা মঙ্গল ছিল। কিন্তু গোড়ায় ভুল এখন আর সংশোধনের যো নাই। বোধ হয় যদি তখনকার মহৎ ইংরাজেরা জানিতে পারিতেন যে, ভারতবর্ষের শেষে এইরূপ দুর্গতি হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভবতঃ দয়া করিয়া এরূপ নিষ্ঠুরের কাজ করিতেন না। যাহকে রাজপুরুষের ইচ্ছা হইলেই কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন, যাহার প্রতি ইচ্ছা করিলেই নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারিবেন, অথচ তাহার কোন প্রতীকার হইবে না, তাহার স্বাধীনতা জানা কেবল বিড়ম্বনামাত্র। আমাদিগকে এতদূর শিক্ষা দিয়া, আমাদের মনে এত উন্নতভাব সকল সমুদিত করিয়া দিয়া, শেষে নূতন ফৌজদারি আইনের ন্যায় কঠোর আইন দ্বারা আমাদিগকে পেষন করা নিষ্ঠুরতা বই আর কি? ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমাদের প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া ইংলণ্ডবাসী মহাত্মাগণের দয়ার উদ্রেক হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিতেছেন। এ একটি আমাদের সুভযোগ উপস্থিত। আমরা আমাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট বিস্তর কান্দিয়াছি। গবর্ণমেণ্ট আমাদের প্রতি বধির হইয়াছেন। এখন স্বয়ং ইংলণ্ড আপনা হইতেই আমাদের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিতেছেন আমরা যেন এই সুযোগ না হারাই।

ন্যাসন্যাল থিয়েটার।

প্যাণ্টোমাইম।

বাঙ্গালার রঙ্গভূমিতে প্যাণ্টোমাইম এই প্রথম প্রদর্শিত হইল, এবং ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাঁহারা উহার কৃতকার্য্যতার জন্য সকল স্থান হইতেই প্রশংসা পাইয়াছেন। এক জন দর্শক আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে তিনি অভিনয় দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয় রঙ্গভূমির অনুকরণে বাঙ্গালার রঙ্গভূমিতে প্যাণ্টোমাইম এই প্রথম প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু প্যাণ্টোমাইম এদেশে নূতন নহে। চলিত ভাষায় আমরা উহাকে সঙ কহিয়া থাকি। আমাদের বারইয়ারি প্রভৃতিতে অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সঙ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আমাদের যাত্রাদলে প্রায় এইরূপসঙ দেওয়া হইয়া থাকে। যাত্রার সঙকে আমরা নাট্যশালার কৌতুকাভিনয় বলিতে পারি। এবং এই কৌতুকাভিনয় সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার আছে। যাহা দেখিলে কি শুনিলে হাসি পায়, তাহাই যে কৌতুক এরূপ নহে। একজনের একটু বিকট মুখ ভঙ্গীতে হাস্যোৎপাদন করে বলিয়া মুখ ভঙ্গীটিকে কৌতুক বলিতে পারি না। ভাবের একরূপ সংযোগের নাম রস। রস নানা প্রকার, যথা হাস্য করুণা ইত্যাদি। যাহাতে হাস্য রস আছে তাহাই কৌতুক। অথবা সহজ ভাষায় যাহা অর্থ সংযুক্ত এবং হাস্যোৎপাদক তাহাই কৌতুক। যাত্রাদলে যাহাই দেখি রঙ্গভূমিতে এইরূপ রস সংশ্লিষ্ট বা অর্থ সংযুক্ত কৌতুক আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। ন্যাশনাল থিয়েটরের নববিদ্যালয়টী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আমোদজনক হওয়ার প্রকৃত কারণ এই। আমরা অভিনেতৃগণকে এইরূপ কৌতুকাভিনয় সকল প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করি।

পরীস্থান কৌতুকাভিনয়ের অন্তর্গত নহে। উহাও চমৎকার রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। উহা দেখিয়া আমাদের মনে একরূপ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের ভাব উদয় হয়। পরীস্থান সম্পূর্ণ ইংরাজ জিনিস, এই জন্য উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে আমরা রসোপভোগ করিতে পারি না। হিন্দুর হৃদয়ে দেবভাব, স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সকল উদয় করিয়া দিবার বিষয় সকল হিন্দুদের মধ্যে যত আছে এরূপ আর কোথায় নাই। আমাদের কৈলাসপুরী, অমরাবতী প্রভৃতি দৃশ্য গুলি কত মনোহর ও সুন্দর হইতে পারে।

ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনেতৃগণের এই প্রথম উদ্যম। কিন্তু এই প্রথম উদ্যমে তাঁহারা যেরূপ পারদর্শীতা দেখাইয়াছেন তাহাতে তাঁহাদের ক্ষমতার প্রতি আমাদের সমধিক বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমরা ভরসা করি তাঁহারা ন্যাশনাল থিয়েটর ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতোভাবে জাতীয় রঙ্গভূমিতে পরিণত করিবেন।

WE are glad to learn that the Bowbazar English School is rising in public estimation, and that it has been removed from 55, Wellington Street to more commodious premises at 88, Bowbazar Street (close to the Govt. Aided Vernacular School.) We wish it all success.

A Madras coolie charged Mr. Kindersley a Madras High Court Judge, with using criminal force. The charge was dismissed and the coolie imprisoned for a month for bringing in a false charge. David, the servant of Mr. Kindersley, deposed that the coolie brought back a lost dog, which belonged to the High Court Judge, and wanted a Rupee as his hire, as he said he came from a long distance. The Judge took back the dog, but refused to pay him his hire and threatened to make him over to the Police, as he thought he stole the dog. We leave the reader to moralise upon the above case.

THE following official paper will be no doubt read with interest.

Extract from the Proceedings of the Government of India in the Home Department (Judicial), under date Fort William, the—Janury 1873.

Read the following papers:—

Letter from the Honorary Secretary, British Indian Association, dated 13th July 1872, enclosing a Memorial from the Association.

Memorial from the Jessore Association.

Memorial from the Rajshaye Association.

Memorial from the Ryots' Association Nuddea.

Latter from Government of Bombay, No. 5363, dated 22nd November 1872, giving cover to a Memorial from the Poona Sarwajanik Subba.

OBSERVATIONS.

These memorials set forth objections to several provisions of Act X. of 1872, the New Criminal Procedure Code, and contain proposals for certain amendments in the same.

The Secretary of State has decided to leave the Act to its operation, after a careful consideration of objections which have been put forward against it similar in substance to those now advanced.

The Act having only come into operation on the 1st instant, it would be premature to take into consideration the amendments which are proposed by the Memorialists; but the Governor General in Council desires to assure them that the working of the Act in detail will be carefully watched by Government.

Order.—Ordered, that a copy of the above Resolution be communicated to the Memorialists for information.

The Secretary of State has decided, well he has decided that the prayer of a whole nation comprising one-seventh of the whole human race is not worth a moment's notice.

THE MACHINE WORKS! HERE IT IS AT LAST!! Will the Duke be satisfied now? Was not the Criminal Procedure Code introduced on the first of January? What is the date to-day? Well more than a week ago Mr. Mosley, the Joint Magistrate of Chittagong decided an important case the account of which is as follows:—

The plaintiff was a mahamudan resident, and defendants 4 or 5 sailors of a European Ship. The defendants drunk, were trying to enter into his Zenana, and the plaintiff with one or two friends opposed them; in the scuffle which ensued, the sailors inflicted some knife wounds to the Mahamudans and received some blows of sticks in return and ran away. The Joint Magistrate summarily heard the case, would not accept plaintiff's evidence, and dismissed it putting the wounded plaintiff into imprisonment for THREE MONTHS *for which there is no appeal, under the New Law.*

THE other day, when we noticed the punishment meted out to Babu Jasadanandan Sarkar, Sub-Inspector of Schools, Khoolna, Jessore, the press with the exception of *The Christian Herald* took no notice of it. To us the Babu is an utter stranger, but his case deserves the consideration of all our countrymen. Here is a public servant suspended for having—which is of course to be proved—for having attacked the Europeans, mind not Englishmen particularly, in a newspaper said to be under his management. Now on what principle did His Honor punish the Deputy? When was he appointed champion of the people of America and Europe? Macauly made a severer attack upon the character of the Bengallies, and his work was introduced in our colleges, Mr. Cowan blowed away 49 lives, without authority, and he was rewarded with a pension; the other day Mr. Cotton made a Macauly-like attack upon the Bengallees in the *Observer* while a Magistrate, and he was not interfered with, but here a native educational officer who is said to have attacked the character of Europeans, Englishmen, Russians, Prussians, Frenchmen, and the Americans and the ruler of Bengal suspends him! Babus Bankim Chandra, and Lal Bahari, ought to take a lesson from the above case of the Duputy Inspector.

IT seems the Madrassees are more sensible than the Bengallees or Bombayites. A correspondent of the *Public Opinion* Madras thus speaks of the income-tax:—

In truth, it is a small but rich influential minority that is fighting the battle in the name of the majority, whose burdens, to a certain extent, this minority has now been compelled to lighten by the incident of this tax. Ask the masses, whether they would like to have the price of salt raised, or the stamp duties increased, or to retain the Income-tax, there will be but one answer.

The writer proposes an income-tax of 5 per cent upon incomes of 2,500 and upwards, the result of which according to his opinion would be—

(1.) The smallest number would pay the tax.

(2.) It would be paid with reference to the actual incomes derived.

(3.) The tax payers would, as a rule, belong to the upper ten thousands.

(4.) And therefore form a respectable class of people, whose regard for truth might be relied on.

(5.) The majority of them would be such as pay no other tax to our Government.

(6.) Their respectablity would be secured to them by the confidence reposed by Government in their statements.

(7.) They would be made thoroughly truthful at least by the penalty attached to false statements.

(8.) And the Government would secure more than three times the revenue they now get.

(9.) There would be no oppression of the assessor to complain of.

(10.) Lasly, the most affluent class of British subjects would contribute their quota of taxation to the Government which protects their persons and property and enables them to carry on their trade that enriches them.

A SPECULATION REGARDING THE ADVANCE OF RUSSIA.—Speculations about the movements of Russia are the order of the day. The other day an English Paper guessed the restless Cassock to have come up to the limits of India and then it took upon itself to determine whether well or ill the fancied neighbours will prove to the British Indian Government. Our contemporary decided that the English would feel it well to have the more advanced Russians for neighbours rather than the barbarous Moslem chiefs. This view was differed from by an Anglo-Indian contemporary. The latter held that the British Indian Government might well not chuckle over the picture of the great Czar for their next door neighbour. It is certainly well to have an advanced and Christian Power to deal with. But the advancement and Christianity of Russia is not altogether comfortable to the Government that come in the path of its ambition. So after all we would rather wish our Government not to listen to the philosophy of the *Times.* A Russian rule on the other side of the Indus would surely be perilious to the safety of India. The genius of the British Indian Government should certainly shudder to contemplate it. But although we differ from the opinion of the *Times,* we must say that if it were sound, the advent of the Russian Power to the gates of India would be many a time more beneficial to the people of India than the Government of India. In truth, if we could be sure that the great Russian would not be able to cross the Indus, we would certainly wish, nay pray, that they were at our borders to create little troubles and disturbances. In that event the English Government will set some value on our loyalty. There will be a genuine demand for it. And we will feel an additional zeal to cultivate it in the largest quantities and of the best quality; then it will be a thing having an exchangeable value. And as a matter of course, the Go ernment will like to pay tangible prices for it. So, as by the principles of political economy, commerce ever redounds to the gain of both the parties that enter into it, a transaction like the above will be an equally good bargain to the Government and the people. Thus it was in Rome, thus it was in Greece and thus it was in England. The Plebeans rose in political privileges and powers—because of the constant need in which the senate stood of employing them in the wars against the Latin towns. The plebs went forth in alacrity but when they came back to Rome, they insisted on fair treatment at the hands of the patricians. If it was denied they had a means in hand. Let the next occasion come and they would strike. Thus privilege after privilege was obtained by them. In Greece it was the fear of the Persian invasions that gave tone to the nation. It was this that extended the strength of the popular institutions at Athens. It was this that for a considerable period—the most glorious in the annals of Greece—joined together under one banner the whole of maritime and most of insular Greece and thus at one and same time went on to produce all the greatness of the national mind and all the force of the individual character. Then again how was it that the early Saxons of England carried much weight with their kings? Because the sea ravagers of the North were constantly upon them and thus the king wanted their co-operation daily.

Thus while the sanction of all laws enforceable on the subjects lies in the weight of the sovereign power, the sanction to the laws enforceable upon the sovereign power, consists in its standing in need of the co-operation of its subjects in order to defend its existence. It is when such a need is felt that the theory of the social compact becomes a veritable reality.

Looking purely to the interests of the Government also we would wish that a large European power lay on our border capable of troubling our Government but incapable of finally overcoming it. The English in India are fast growing luxurious. Their zeal for *salaam*, their greed for being addressed ever as *dharmavatar* with the palms joined together, their eagerness to simulate the nabobee rules of obeisance and submission, are surely extending to a degree that does not look like Anglo-Saxon. The presence of the great Roos at our borders is likely to be in some measure a correction to these vices. It will keep a gentle vein of concern and anxiety and thus stay the increasing tastes for luxury and ease.

Analogous to the good effects mentioned above, the figure of the great half-civilized power looking over the Indus will have one other salutary influence. In will probably show the bad taste of parading that the high hand of military power must ever flourish about its fists over fair faces of India. There are many a honest Englishman in India of position who feel no delicacy in saying that earned at swords end India must expect ever to be despotically governed. Now this is unbecoming of the true Anglo-saxon; military occupation of a country can be a fitting expedient only as a temporary and casual measure. It can never be expected to be a successful lasting policy. Standing armies however large, can never be equal to the efficient armies in the hearts of the people, myriads of mercenary troops have been seen to quail before unorganized masses of zealous and earnest souls. England had, in times gone by a pretty large standing army, but let the English people say whether the safety of nation was greater in the days of the standing armies and militia than now when the spontaneous service of her people is more to be reckoned on for defence than organized mercenary troops. Let the English people say this and then say whether it is wise, it is convenient, nay, permanently safe, to be ever vaunting of a policy of military despotism over such a country as India, helpless and lifeless as she is. "We will ever rule you as we like, whatever your will may be" is no better and and worthier language than for one to say "I will not obey you if I can". If the latter language is treasonable to the throne the former is treasonable to the protecting God of the people, if there be any—God forbid that any real danger come over the British rule. But may God dispose it to shake off its alian character and to gradually convert the relation between the governors and governed in this country into a likeness of that which exists in England. The great predisposing power has placed India in the hands of England assuredly for the good of the former. May He bring about circumstances tending more effectively to this end.

Bengal Commerce.—We have to acknowledge with thanks the receipt of a history of Bengal commerce part II by Babu Kissen Mohun Mullick. This valuable work is replete with interesting facts and figures and the suggestive remarks which the author has made here and there indicate the thoughtful and observant turn of his mind. This little brochure will prove of immense interest to those who take delight in questions relating to the material advancement of the country. The subjects treated in the paper are as follows:—

1.—Cotton Twist 2.—Cotton Piece Goods 3.—Woollens and Woolen Stuffs 4.—Copper 5.—Spelter 6.—Other Metals 7.—Wines and Spirits 8.—Beer and Porter 9.—Brandy 10.—Opium Monopoly 11.—Indian Tea.

We wish we could follow the history of trade in each of the above articles The indeginous trade in cotton twist has been supplanted by the foreign import of that article and our author describes it very pathetically. Spinning of cotton thread was the living of most of the widows and all at one time spinning by *Churka* and *Takoor* supplied not only the wants of almost all India, but of other countries also. It was an evil day for our poor spinners, when in 1824, the mule twist, as it was called, was introduced into English Houses. It was tried in the loom and found to answer the weaver's purpose very well, while its price was far below that of the country twist. Shipments of Manchester cotton twist followed in succession and the consequence proved disasterous to the fate of our helpless spinners. The country twist fell into disuse and the *Churka* and the *Takoor* hitherto turned for that purpose were let alone for ever! The trade in English and foreign cotton twists and yarrns has however fairly progressed in the country for the last 40 years. The articles were mainly imported from Manchester, and though, Germanny, and even the cotton-growing countries of Egypt and America competed with Manchester, they had to ultimately yiled to her. The import of dhooties from England did not as was feared affect our twist market. In 1869-70, the import of dhooties and sarries were 38,09,025, and in 1870-71, 88,64,452 peices, shewing an increase of 50,55,427 peices of several dimensions and at the same time, the total import of white twist in 1870-71 was of the value of 1,01,94,662 against 81,57,182 Rupees in 1869-70, or an increase in value of 20,37,480 Rs. in 1870-71. In 1870-71, there was also an increase in the import of coloured yarns. In 1869-70 the money value of these descriptions was 32,58,579 against 42,62,331 Rs. in 1870-71. The value of the imports of British piece goods had also within 30 years down to 1869-70 risen from Rs. 97,60,911 to Rs. 8,12,54,482. From a tabular statement prepared by the author, it appears that in 1870-71, there was a further increase of Rs. 2,19,77,052, or a total value of Rs. 10,32,31,534 as regards the British piece goods alone. The trade in copper compared with the returns of the last forty years, is on the decrease, though compared with the intervening decades, it has latterly improved. The causes which have led to the decline of this branch of our import trade have been attributed to the total cessation of ship-building on this side for some years since, the paucity in the number of vessels repaired, the yellow metal in lieu of copper sheets being used in lining wooden vessels whenever occasion requires and the almost supersession of these by iron ships. The chapter on spelter is also interesting but it does not shew a large money value. We have noticed in a previous issue the valuable facts and figures, which our author has collected regarding the increased consumption of spirituous liquors. The most important chapter in the book is that on opium monopoly. The writer raises the question of propriety or otherwise of abolishing it and the future groth of poppy under excise rules in case the monopoly be dispensed with and pronounces in favour of retention of the former system. He sees no moral or political objections to the monopoly. The Chinese indeed make a large purchase of Bengal opium, but neither the withdrawl of the Government monopoly nor the prohibition of the export of opium from India would in any way contribute to reclaim a people already too far gone in the vice of opium eating or smoking. If it were certain that Chinese would give up this habit, Bengal might renounce the trade and the monopoly be discontinued. But as that is not likely, why should not Bengal profit by it and why the State should not profit by it too? The monopoly lightens a large portion of the burden of the tax-paying population of Bengal, the proceeds from it being the one-sixth of the total revenue. If Government, from either political or moral grounds, were to abandon the monopoly and throw up the cultivation to the public, the evil would be disseminated at home at the sacrifice of an immense revenue, and of the well-being of the country itself. Competition we are afraid will then destroy the trade. The writer thus discusses the *pros* and *cons* of opium monopoly and excise opium.

"At all events if the privilege of growing excise opium be accorded in supersession of the monopoly, it will be the work of a precious long time before the planters would be in a position to bring into the market any thing like the annual provision now brought to the hammer by the Government at stated periods. That in such a case there will in the mean time be a material deficiency in the receipts of the Government, none can deny, and what the effect of such deficiency will be, may be better conceived than I can anticipate here. Suffice it to say, that in order to meet both ends, further taxation in some shape or other will have to be resorted to by the Government, and then frightful must be the hue and and cry of ihe people already complaining of being overburdened with taxes."

Besides, in one sense, opium is the mainstay of Bengal. Take it away and the balance of trade will be reversed. The total import of all descriptions of goods into Bengal in 1869-70 was of the value of Rs. 21,12,15,165 against 20,15,06,576 in 1870-71 and the export was of Rs. 23,53,84,259 against 26,70,68,967 in the two years respectively. The value of the export of opium alone to Singapore and China in 1869-70 was Rs. 5,41,24,616 for 46,093 chests, and in 1870-71 Rs. 5,25,06,474 for 46,464 chests. Thus the balance of trade in our favor in 1869-70 was Rs. 2,41,69,094 and in 1870-71 Rs. 6,55,62,391. It is therefore clear that if we were to deduct from the total amount of exports the value of the opium exported to Singapore and China in 1869-70, there would be a balance against us of Rs. 2,99,55,522 and in 1870-71 a balance in our favor of Rs. 1,30,55,917 only. The present monopoly is thus a source of gain and must be maintained for the benefit of the country. The chapter on Indian tea is also interesting. The author takes a very favorable view of this article subject to innumerable dangers and hazards, this branch of national industry is steadily progressing. The writer says:

"If India eventually happens to be deprived of her opium revenue, as is now apprehended by many, we may reasonably hope for keeping up the balance of our external trade by an extended export of our teas to foreign ports, rather than bv any other ways and means. All that is now wanted is an ample supply of labor and a good and able management. The one can only be secured by the settlement of emigrants of both sexes in the tea tracts, and the other by the selection of men of tried experience and honesty of purpose, as also by a direct supervision of the proprietors themselves."

It appeas there are 33 working Tea Companies which hold 41 estates, viz, 10 in Assam, 14 in Cachar 1 in Chitttagong, 11 in Darzling, 1 in Dehera Doon, 1 in Hazaribaugh, 1 in Kamaun, and 2 in Syihet. Of these 33 Companies, the subscribed capital of 28 is Rs. 1,82,70,000 of which Rs. 1,40,72,800 have been paid up. The tea trade takes a prominent part in the general commerce of Great Britain. Her consumption of all sorts of tea during 1869 and 1870 was as follows:

Deliveries of teas in London.

1869.	lbs.	1870. lbs.
China Black......	124,077,224	124,317,301
" Green......	11,404,070	10,720,134
Total......	135,481,294	135,037,435
Assam Black.........	10,519,520	13,472,800
Grand Total......	146,000,814	148,510,235

The place which the Indian Tea has gained in the London Market is thus very hopeful. Our author exhorts his countrymen to devote their talents and energy to the improvement of rational industry. Our tea-lands are plenty and fertile, and the products are not more open to inclemencies of weather than any other crop in this country, while the process of manipulation of tea is much simpler than of any other valuable production of Indian. Why should not the worthies of our present generation, whose general qualifications befit them for exalted posts and positions, turn their their attention to this no less honorable calling? We commend the spirit in which our author exhorts his countrymen and perfectly agrees with him when he says that the sweets of office are not half so alluring as the independence which commerce gives.

বাঙ্গালার ২৬০ জন সিবিলিয়ান আছেন। ইহার ৫২ জন সম্প্রতি এখানে কাজ করিতেছেন, ৪২ জন ইংলণ্ডে বিদায় লইয়া গমন করিয়াছেন এবং অপর তিন জন ইংলণ্ডে গমনের নিমিত্ত বিদায় প্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছেন।

আমরা যশোহরের স্মলকজ কোর্টের জজকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি যে যশোহরে অনেক মহাজনে জাল খত করে। যশোহরের প্রধান পাপ জাল করা ও মিথ্যা বলা। লোকে অবলীলা ক্রমে এই দুই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কোন ব্যক্তির কাহার সঙ্গে বিবাদ হইলে সে তৎক্ষণাৎ তাহার বিরুদ্ধে জাল খত প্রস্তুত করিয়া দুই তিন জনের মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা সে খত সপ্রমাণ করে। এবিষয়ে যশোহরের লোক এরূপ তৎপর ও রত যে তাহা অপর জেলার লোক সহজে বুঝিতে পারেন না। আমাদের বর্ত্তমান স্মল কজ কোর্টের জজ বাবু কোন্ জেলার লোক তাহা আমরা জানি না। বোধ হয় তিনি যশোহরের লোক হইবেন। বিশেষতঃ আমরা যেরূপ শুনিয়াছি তিনি ভারি ভদ্র ও ধর্ম্ম পরায়ণ কিন্তু আমরা শুনিলাম অনেক দুষ্ট মহাজন তাঁহার সততার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে মিথ্যা খত প্রস্তুত করিয়া ডিক্রি লইতেছে।

বারাশত জেলার মেনিগাঞ্জে একজন নূতন সব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

আমরা শুনিলাম কৃষিকার্য্যের উন্নতির নিমিত্ত যে কয়েক জন ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাদের বর্ত্তমান বেতন অপেক্ষা ৫০ টাকা অধিক বেতন পাইবেন এবং তাঁহারা যিনি যে গ্রেডে এখন কাজ করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে তাহা অপেক্ষা আর এক গ্রেডে উন্নত করিবার নিমিত্ত সংকল্প করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের এত যত্নেও যদি কালেক্টরগণ দ্বারা দেশের বিশেষ মঙ্গল সম্পাদিত না হয়, তবে আমাদের ভারি মনস্তাপের বিষয় হইবে।

আমরা শুনিলাম যশোহরের বাবু রামচরণ বসু, বাবু কেদার নাথ মল্লিক প্রভৃতি আর কয়েক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নূতন ফৌজদারি আইনের ২২২ ধারার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছেন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে, ভূমির কর, কষ্টম, আবকারি, লবণ, অহিফেণ, ষ্ট্যাম্প রাজস্ব, ফরেষ্ট, শিক্ষা, মেরাইন, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কয়েকটী বিভাগ সম্বন্ধীয় সমুদায় চিঠিপত্র রেবেনিউ বিভাগের সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হইবে এবং জুডিসিয়াল, মিউনিসিপ্যাল, পুলিশ, জেল, পলিটীকেল, মেডিকেল প্রভৃতি চিঠি পত্র জুডিশিয়াল বিভাগের সেক্রেটারির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

সংবাদ।

— ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা সপ্তাহের নিমিত্ত তাঁহার দেশে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রজারা তাঁহার শীঘ্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তনের নিমিত্ত উপবাস ও দেবার্চ্চনা করে। হিন্দুদিগের রাজভক্তি এইরূপ অতুলনীয়।

— বরদায় এরূপ শীত পড়িয়াছিল যে তাহাতে অনেক ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। কয়েক দিন হইল ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে।

— গত নবেম্বর মাসে আরকটের রাজা আজিম জা বাহাদুর, লর্ড নর্থব্রুক এদেশের গবর্ণর জেনারল হইয়া আসাতে তাঁহাকে অভিনন্দনসূচক একখানি পত্র লিখেন। লর্ড নর্থব্রুকের প্রাইভেট সেক্রেটারি রাজার উক্ত পত্রের উত্তর দেন। রাজা ইহাতে বিরক্ত হইয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারির পত্র তাঁহার নিকট এই বলিয়া ফেরত পাঠাইয়া দেন যে, রাজার যেরূপ পদ ও মর্য্যাদা তাহাতে তাঁহার পত্রের উত্তর স্বয়ং লর্ড নর্থব্রুকের হস্ত হইতে যাওয়া উচিত ছিল। লর্ড নর্থব্রুক এই ভ্রম দেখিতে পাইয়া স্বহস্তে রাজার পত্রের উত্তর দিয়াছেন।

— আমেরিকার কোন চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পত্রিকা বলেন যে ব্রাডলি নামক এক সাহেবের স্ত্রী একেবারে ৮টি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তাহার ৩টী বালক ও ৫টি বালিকা। তাহারা সকলেই জীবিত আছে, তাহাদের আকার অতি ক্ষুদ্র ও শরীর সুস্থ। উক্ত স্ত্রীলোকটীর এই ছয় বৎসর বিবাহ হইয়াছে মাত্র, ইহার মধ্যে তিনি পুর্ব্বে ৪টী যমজ এবং এখন এই ৮টী একুনে ১২টী সন্তান প্রসব করিলেন। উক্ত স্ত্রীলোকটীর জন্ম কালীন তাঁহার মাতা একেবারে তিনটী প্রসব করেন, তাঁহার পিতা যমজের একটী, এবং মাতাও যমজের একটী। এবং তাঁহার পিতামহী ৫ পাঁচ বারে দশটি সন্তান প্রসব করেন।

— বিলাতে একজন স্ত্রী ব্যারিষ্টার হইবার জন্য, আবেদন করিয়াছেন।

— হিন্দু পেট্রিয়ট বলেন দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব বাদশাহের একটি কন্যা রাঙ্গুন হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি চক্ষের পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ম্যাকনামারা সাহেবের চিকিৎসাধীনে রাখিয়াছেন। সময়ে কিনা হয়।

— সোম প্রকাশ হইতে আমরা নিম্নস্থ সংবাদটি উদ্ধৃত করিলাম— এদেশে ভূমি অথবা অলঙ্কারাদি বন্ধক দিয়া টাকা লইবার রীতি আছে, কিন্তু মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোন কোন স্থানের লোকেরা স্ব স্ব কন্যা ও স্ত্রীদিগকে বন্ধক দিয়া মহাজনের নিকট হইতে টাকা লয়। যে পর্য্যন্ত মহাজনের টাকা প্রত্যর্পণ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত মহাজনের ঐ স্ত্রীর উপরে সম্পূর্ণ অধিকার থাকে। তিনি ঐ কাল পর্য্যন্ত তাহাদিগের উপরে যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন। ঐ সময়ের মধ্যে যে সকল সন্তান জন্মে, মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিবার পর পুত্র সন্তান গুলি মহাজনের থাকে, স্ত্রী ও কন্যা সন্তানগুলি বন্ধকদাতার হয়। স্থানে স্থানে ৪০। ৫০ টাকায় স্ত্রী বিক্রয় করিবার রীতি আছে। যে সকল প্রদেশে এই জঘন্য রীতি আছে, গবর্ণমেণ্ট তত্রত্য কালেক্টরদিগকে ইহার নিবারণার্থ বিশেষ যত্নবান হইতে বলিয়াছেন।

— আহাম্মদাবাদে একটী শিল্প শিক্ষালয় স্থাপন করিবার জন্য সেখানকার লোকেরা, ৩,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

— বোম্বাই প্রেসীডেন্সীতে ৫১ খান দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়।

— পৃথিবীর মধ্যে ৯ কোটী লোক ইংরাজী ভাষায় কথা কহে। জর্ম্মণ ভাষায় সাড়ে পাঁচ কোটি, স্পানিস ভাষায় সাড়ে পাঁচ কোটি, এবং ফ্রেঞ্চ ভাষায় সাড়ে চারি কোটি।

— পারস্য দেশে রেলওয়ে খোলার কল্পনা হইতেছে। পরে এই রেলওয়ে রুসিয়দিগের রেলওয়ের সহিত সংযুক্ত করা হইবে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করেন যে উক্ত লাইন ভারতবর্ষের দিকেও বিস্তারিত হইয়া আইসে। ইউরোপ দেশ আমাদের অতি সন্নিকট হইবে।

— হাইকোর্টের আদিম বিভাগের চিফ্ ইণ্টারপ্রিটার বাবু শ্যামাচরণ সরকার পেন্সন লইতেছেন। তাঁহার স্থানে যিনি নিযুক্ত হইবেন, তাঁহার ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী উর্দ্দু ও পারস্য ভাষা অতি সুন্দররূপে জানা চাই।

— কলিকাতার "নেটিভ হস্পিটাল" নামক দেশীয় চিকিৎসালয়ের বাটীর জন্য ৪৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। পাথুরিয়া ঘাটায় গঙ্গাতীরে উক্ত গৃহটী নির্ম্মিত হইবে। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারি গবর্ণর জেনারল বাহাদুর স্বহস্তে উক্ত বাটীর পত্তনপ্রস্তর প্রোথিত করিবেন।

— পারস্যের অধিপতি শীঘ্র ইংলণ্ড পরিদর্শন করিতে যাইবেন। এখন তাঁহার আতিথ্য জন্য ইংলণ্ডে যে ব্যয় হইবে তাহা যেন আমাদের ঘাড়ে না পড়ে।

— মধ্য ভারতবর্ষস্থ পানার রাজা গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের সহিত সাক্ষাত করিতে কলিকাতায় আসিয়াছেন।

— রাজা সার রাধাকান্তদেব বাহাদুরের অর্দ্ধ প্রতিকৃতি গঠিত হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। উহা টাউন হলে রক্ষিত হইবে। উক্ত প্রতিকৃতি একজন ইটালীয় কারিকর গঠন করিয়াছেন।

— গত ২১শে ডিসেম্বর হইতে ১১ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত কলিকাতায় ৯১ জন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

— ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা লেখক বুলউয়ার লিটনের মৃত্যু হইয়াছে।

— মান্দ্রাজের গবর্ণর কলিকাতায় আসিয়া মেডিকাল কলেজ, প্রেসীডেন্সী কলেজ ও হিন্দু স্কুল দর্শন করেন। গত শনিবার গবর্ণর জেনারলের, সহিত তিনি চন্দন নগর দেখিতে গমন করিয়াছিলেন। গত সোমবারে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে বোম্বাই হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

— বাবু কেশব চন্দ্র সেন ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে আগামী শনিবার টাউন হলে একটী বক্তৃতা করিবেন।

— লণ্ডনের টাইমস সংবাদপত্র প্রত্যহ ৮০ হাজার করিয়া মুদ্রিত হয়। বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রে তাহার ১৬০ খান এক মিনিটে ছাপা হইয়া থাকে। সুতরাং ৮০ হাজার ছাপিতে ৮ আট ঘণ্টা ২০ মিনিট সময় লাগে।

— পুনা নগরে এতদ্দেশীয় দুই জন প্রধান ব্যক্তি সেখানে একটি সভা স্থাপন করিতেছেন। অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে উক্ত সভার একটী উদ্দেশ্য এই যে যে সকল ব্যক্তি উক্ত সভার সভ্য হইবেন তাঁহারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন যে দেশজাত ব্যতীত বিলাতের প্রস্তুত বস্ত্র পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে পারিবেন না

— আমাদের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর ইতিমধ্যে মেদিনীপুর গিয়াছিলেন। যাইবার সময় পথে রাজপুরের নিকট তাঁহার বাষ্পীয় জাহাজ একখানি নৌকার উপর উঠিয়া পড়ে। নৌকা তলাইয়া যায়। নৌকায় ১৮ জন মানুষ ছিল, তাহার মধ্যে একজন ডুবিয়া মরে। "ইংলিশম্যান" বলেন যে, লেঃ গবর্ণর ইতি পূর্ব্বে এই মর্ম্মে একটী আদেশ প্রচার করেন যে, যদি বাষ্পীয় জাহাজের সংঘাতে কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া কোন মনুষ্যের প্রাণ নষ্ট হয় তাহা হইলে পুলিশ তৎক্ষণাৎ বাষ্পীয় জাহাজের গতিরোধ করিবে, কিন্তু লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণরের জাহাজের যে গতি রোধ করা হইয়াছিল তাহা শুনা যায় নাই। লেঃ গবর্ণরের আদেশ বাহিরের লোকের প্রতি, নিজের প্রতি নহে!

— উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জন কয়েক হিন্দু 'হিন্দুজাতীয় উন্নতি সভা' নামক একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য, সিবিল সরবিসের জন্য হিন্দুদিগকে বিলাতে পাঠান, যে সকল পিতৃমাতৃহীন বালক খৃষ্টান দিগের হস্তগত হইয়া খৃষ্টান হইয়া যায় তাহা না করিতে দেওয়া, হিন্দী ভাষার উন্নতি সাধন ইত্যাদি। উক্ত সভা ৫০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সংকল্প করিয়াছেন।

———

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীগোরাচাঁদ দাস, নোয়াখিলা—রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের একটি জমিদারি কাছারি এখানে আছে। উহার পেস্কার তারাপ্রসন্ন মৈত্র প্রজাদিগের উপর ভদ্র ব্যবহার করেন না। পত্র প্রেরক সাক্ষাৎভাবে রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরকে জানাইবেন।

এক জন পাঠক—সুলভ সমাচার সংক্রান্ত পত্র ঐ পত্রিকায় ছাপাইবেন।

একজন দর্শক—ন্যাসনাল থিয়েটারে গত বারের কৌতুকাভিনয় সম্বন্ধে আপনি যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্যতা। এসম্বন্ধে আমরা যে মত ব্যক্ত করিয়াছি তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন।

শ্রীমুক্তাগাছা—আপনার নাম নাই।

শ্রী হী, লা, ঘোষ—আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা ছাপাইলে আপনারই বা কি লাভ, আর যাহার বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন তাহারই বা কি লাভ হইবে?

এক জন দর্শক—ন্যাসনাল থিয়েটারে বসিবার ভাল বন্দোবস্ত হয় না বলিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন।

নন্দলাল দত্ত, ডায়মণ্ড হারবার বাঙ্গালায় লিখিবেন, ইংরাজী স্তম্ভে আমরা প্রায়ই প্রেরিত পত্র গ্রহণ করি না।

শ্রীমহেশ চন্দ্র পাল, সেরাজগঞ্জ—লিখিয়াছেন যে, ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছে উহা ছোট ছোট বালকদের পক্ষে ভারি কঠিন হইয়াছে।

———

প্রেরিত।

শেরয়াশোলের জমিদার বাবু বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর মালিয়া।

মহাশয়! বিগত ২৫এ ডিশেম্বর তারিখের "অমৃতবাজার পত্রিকায়" দেখিলাম যে, শেয়ারশোলের সুবিখ্যাত জমিদার মৃত বাবু গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের বনিতা দাড়ীম্বদেবীর আদ্যকৃত্য তাঁহার দৌহিত্র বাবু বিশ্বেশ্বর ও বাবু রামেশ্বর মালিয়া মহোদয়গণের দ্বারা অতিশয় সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। উক্ত যুবকগণ এত অল্প বয়সেই যে সর্ব্বগুণ বিশিষ্ট হইয়াছেন ইহার অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে? যদিও আমরা এক্ষণে কলিকাতায় বাস করিতেছি, তথাচ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, ইহাঁরা আমাদের প্রতিবেশী। কেননা আমাদের উভয়েরই পূর্ব্ব বাস হুগলী জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত সিংহুর গ্রামে। যে স্থান ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব সুবিখ্যাত স্বর্গীয় জমিদার দ্বারকানাথ বাবু ও তাঁহার জেষ্ঠ্যপুত্র মৃত মহেন্দ্রনাথ বাবু মহোদয়গণ দ্বারা এক সময়ে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। যাঁহাদের প্রসাদাৎ অত্র স্থানের লোকেরা দীনতা শব্দের লেশ মাত্রও জানিত না এবং যাহাঁদের অপর্য্যাপ্ত বৈভবের চিহ্নসকল অদ্যাপি ঐ দেশের নানাস্থানে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আহা! কমলার কি আশ্চর্য্য লীলা কিছু বলা যায় না। সেই স্থানে প্রাগুক্ত মালিয়া বাবুগণের পূর্ব্ব পুরুষ সারস্বত ব্রাহ্মণ বশতঃ উক্ত ক্ষত্রীয় জমিদার বাবুদের পুরোহিত পরিচয়ে মান্য গণ্য ছিলেন; বিশেষতঃ বাবু বিশ্বেশ্বর মালিয়ার পিতামহ মৃত রসিক লাল মালিয়া মহাশয় উল্লেখিত জমিদার মহেন্দ্র নাথ বাবুর সভাসদ ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঐ রসিক লাল মালিয়া সেই সময়েই স্বীয় মধ্যম পুত্র মৃত মতিলাল মালিয়া মহাশয়ের সহিত উক্ত গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিত মহোদয়ের কন্যার বিবাহ দেন। সুতরাং বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর বাবুগণের পিতৃ পিতামহের বাস স্থান সিংহুর বিধায়ে তাঁহাদেরও ঐ গ্রামকে বাস স্থান বলিতে হইবেক। অতএব পৈতৃক ভদ্রাসনের উন্নতি সাধনে শুভ দৃষ্টি করা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। সিংহুরের জমিদারগণের কথঞ্চিৎ অবস্থা ভাল থাকিলে আমাদের আর কোন বিষয়েরই আক্ষেপ করিতে হইত না। কিন্তু যে মহেন্দ্র নাথ বাবুর সংসারে চাকরি করিয়া অনেক স্থানের অনেক লোক ধনাঢ্য মণ্ডলী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন সেই মহেন্দ্র নাথ বাবুর পুত্রকে এক্ষণে সামান্য একটী পুলিশের সব্‌ ইনেস্পেক্টরি চাকরি করিয়া দিন নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছে, ইহার পর পরিতাপের বিষয় আর কি আছে। অতএব সেই বংশাবলীর দ্বারা সিংহুরের উন্নতি সাধন হওয়ার আশা আর কি হইতে পারে? এখন যদি বিশ্বেশ্বর ও রামেশ্বর বাবুর সিংহুরকে নিজ পৈতৃক ভিটা ও স্বদেশ জ্ঞান করিয়া তত্রত্য লোকদিগের কল্যান বিধান জন্য একটী ইংরাজী স্কুল ও একটী চিকিৎসালয় ও একটী অতিথি শালা সংস্থাপন করেন, তবেই তাঁহাদের ধনের স্বার্থক ও ধর্ম্মের এক শেষ করা হয়। সম্পাদক মহাশয় আমরা স্বদেশের উপকারসাধনে অক্ষম বলিয়া আপনার স্মরণ লইয়া জানাইতেছি যে আমাদের নিঃসহায় দেশের (সিংহুরের) উপকারার্থে তাঁহাদিগকে অগ্রসর হইতে সর্ব্বাগ্রে অনুরোধ করুন।

কস্যচিৎ "অমৃতবাজার" পাঠকস্য।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৭৩ খৃঃ অব্দ।

———

বুড় ডেপুটী বাবুরা সাবধান

মহাশয়! শ্রীল শ্রীযুক্ত লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কাম্বেল সাহেববাহাদুর ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহালের যে নূতন নিয়ম করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য বুঝা সহজ নহে। ঐ নিয়ম মতে যিনি নূতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইবেন তাঁহাকে আইনাদির পরীক্ষা যত দিতে হউক বা না হউক, ঘোড়ায় চড়ার পারদর্শিতা বিলক্ষণরূপে দেখাইতে হইবেক। এটী যিনি না পারিবেন, তাঁহার ইহ জন্মে ডেপুটী হইবার প্রত্যাশা নাই। কেবল যে নূতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটদিগকে ঘোড়ায় চড়িতে হইবে এমত নহে, পুরাতন ডেপুটী বাবুরাও এনিয়মের বহির্ভূত নহেন। তাঁহাদিগকে ঘোড়ায় চড়িতে অভ্যাস করিতে হইতেছে। ছোকরা ডেপুটী বাবুদের পক্ষে এ নিয়ম তত কঠিন নহে, কারণ তাঁহাদের রক্তের তেজ আছে, শরীরে 'বল' আছে। ইহাঁরা ঘোড়া হইতে ২।৪ বার পড়িয়া গেলেও তত মারাত্মক হইবে না। কিন্তু পুরাতন বৃদ্ধ ডেপুটীদের মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। বৃদ্ধ বয়সের শিক্ষায় মনুষ্য যত দূর কৃতকার্য্য হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই। অনেকেরই হাতে খড়ি, সুতরাং তন্নিবন্ধন যে অকাল মৃত্যু ঘটিতে পারে তাহাও বিচিত্র নহে! কাম্বেল বাহাদুর যে এটি চান তাহা কেহ বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহার ইচ্ছা বৃদ্ধ ডেপুটী দলকে পদচ্যুত করা। বৃদ্ধ ডেপুটী গুলিকে তিনি চক্ষে দেখিতে পারেন না। বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশের ডেপুটীদিগকে এক প্রকার তাড়াইয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে ধেড়ে ধেড়ে ডেপুটী আমদানি করা তাঁহার উদ্দেশ্য। বোধ হয় যখন তিনি বিলাত হইতে জাহাজে আইসেন, তখন দিবারাত্র বৃদ্ধ ডেপুটী কিসে বিনাশ করিব, তাহাই ভাবিতেছিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালিরা স্বভাবত ভীরু, ঘোড়া দেখিলে অচেতন হইবে। ঘোড়ায় চড়া ডেপুটীদিগের অত্যাবশ্যক বলিয়া একটি নিয়ম করিলে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব। বোধ হয় এই মনে করিয়াই তিনি ঘোড়ায় চড়ার নিয়ম করিয়াছেন। এ সিদ্ধান্ত করা কিছু মন্দ হয় নাই। কারণ ইহাতে তাঁহার গূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার বিলক্ষণ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। সে দিন আমাদের মেদিনীপুরের ক্যানালের ডেপুটী বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রায় স্বর্গারোহণের উপক্রম হইয়াছিল। ইহাঁর বয়েস প্রায় বাহাত্তর। কাযে কর্ম্মে মন্দ নন! ক্যানালের কাযটী বিলক্ষণ বুঝেন। কিন্তু অশ্বারোহণ শিক্ষার বয়স নাই। তা বল্লে কি হয়, চাকরি বজায় রাখা ত চাই! ঘোড়ায় না চড়িতে পারিলে শেষে চাকরি থাকা দায়, এই ভাবিয়া একটি বর্ম্মা মুলুকের পেগু কিনিয়াছেন। সে ঘোড়া দেখিয়া বলবান যুবকেরও প্রাণে ভয় হয়। কিন্তু তবুও আমাদের ডেপুটী বাবু (চাকরি বজায় রাখিবার জন্য) তার শোয়ার! বাবু যখন ঘোড়ায় চড়েন, তখন শোয়ার উপরে আছে কি না তাহা ঘোড়াটি কখন টের পায় নাই। এরূপ ঘোড়াতে তিনি সে দিন অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্ণ ৫ টার সময় কাছারি হইতে শোয়ার হইয়া বাসায় যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে আর একটী বালক অশ্বারোহীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ডেপুটী বাবুর ঘোড়া অপর ঘোড়া দেখিলে খেপিয়া উঠে (বাবু তাহা জানেন)। তিনি ঐ বালক অশ্বারোহীকে দূর হইতে দেখিয়া ভয়ে কাঁপিতে ২ উচ্চৈস্বরে চেঁচাইয়া বলিলেন, ভাই তুমি তোমার ঘোড়াটিকে অন্য দিকে ফিরাইয়া লও, নচেৎ আমি গেলাম!" এই কথা বলিতে না বলিতে ডেপুটী বাবুর ঘোড়াটী (অপর ঘোড়াকে দেখিয়াই) নাচিয়া উঠিল, তখন বাবু কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া লাগাম ছাড়িয়া ঘোড়ার ঘাড়ের চুল শক্ত করিয়া ধরিলেন। লাগাম আল্‌গা পেয়ে ঘোড়া দ্বিগুণ দৌড়িল, বাবুও অমনি 'পপাত ধরণীতলে।' যখন ইনি এরূপ অবস্থায় অবস্থিত তখন ইহাঁর সংজ্ঞা ছিল কি না সন্দেহ। কাছারির ফেরত অনেক লোক তথায় জড হইয়া বাবুকে উঠাইয়া বাসায় লইয়া গেল। ২।৩ ঘণ্টা পরে বাবুর চৈতন্য হয়। পরে শুনিলাম মাথায় ও কোমরে অত্যন্ত চোট লাগিয়াছে। যদি পাঁজরায় বা কোমরে চোট লাগিয়া থাকে, তবে কাম্বেল মহাত্মার কতক অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। বোধ হয় আঘাতটি সাংঘাতিক নহে। যাহা হউক বাবুর বুড় বয়সে এ ধেড়ে রোগ কেন? বুড়ো ডেপুটী বাবুরা সাবধান!

মেদিনীপুর,
১৮৭২। ৩০ এ ডিসেম্বর।

শ্রী——

মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু তারানাথ মুখোপাধ্যায় বিরনগর	২৸০
" মহেন্দ্র চন্দ্র দে শ্যামপুকুর	৩৲
" উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী শিমলা ষ্ট্রিট	৩৸০
" মুন্সি আবদুল রেজাক বোদা পোষ্টাপীশ	৪৲
" উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সিলঙ্গ	১০৲
" ফটিক চন্দ্র ঘোষাল কদম্ব গাছা বারাশত	১০৲
" যোগেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুর শোভাবাজার	৩৷৷
" রাজনারায়ণ দেব চৌধুরী শ্রীহট্ট	৮৲
" রামতনু গুপ্ত ব্রাহ্মণ বাড়িয়া কমিল্লা	১০
" তারক চন্দ্র সরকার দিগজানি, ঝিনিদহা, যশোর	৮
" নিলমণী দাস মুনসেফ শ্রীহট্ট	৬৸০
" শিব কৃষ্ণ মণ্ডল বায়ালি	৮
" রাজসাহী সভা রাজসাহী	৪
" লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ ঢাকা	৮
" মহেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ	৮
" তারক চন্দ্র ঘোষ জোড়াশাঁকো	৬৷৷০
" মোহন চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রহমত পুর	৪
" পার্ব্বতী চরণ দাস পূর্ণিয়া	১০
" রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আলমডাঙ্গা	৫
" গিরিশচন্দ্র রায় বাহাদুর মেছুয়াবাজার ষ্ট্রিট	৬৷৷০
" গুপ্ত বন্ধ সমাজ কুমারটুলি	৬৷৷০
" বীরচাঁদ দত্ত মেছুয়া বাজার ষ্ট্রিট	৩৷০
" মৌলবি গোলাম আলি হাঁটরিয়া, বুড়িরহাট	৮
" দ্বারিকানাথ পরামাণিক রঙ্গপুর	৫

বিজ্ঞাপন।

নীলকুটি বিক্রয়।

জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী শান্তিপুরের সন্নিকট শাড়িয়ার প্রচলিত নীলকুঠি ৮০০ বিঘা নীললায়েক ভূমির সহিত বিক্রয় হইবেক। এবং তরফ শান্তিপুরের সামিল কোন কোন মহল দরপত্তন দেওয়া যাইবেক। শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায়ের নিকট এ বিষয়ের সবিশেষ জানা যাইতে পারিবে।

নোটিস।

আগামী ৩১ শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত দমদমার ম্যানুফ্যাক্‌চারিং ডিপোর ভার প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কমিসারি অব অর্ডনান্স সাহেব পোর্ট ষ্টোরস্ অর্থাৎ নানাবিধ সামগ্রীর কণ্ট্রাক্টের নিমিত্ত সিল করা টেণ্ডার গ্রহন করিবেন। এই সমুদায় দ্রব্য ১৮৭৩ সালের ১ লা আপ্রেল হইতে ১৮৭৪ সালের ৩১ শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত উক্ত ম্যানুফ্যাক্‌চারিং ডিপোতে যোগাইতে হইবে।

যে সকল জিনিস সরবরাহের জন্য টেণ্ডার লওয়া যাইবে, সেই সকল জিনিসের ন্যূনাধিক ফর্দ্দ এবং কণ্ট্রাক্টর লেখা পড়ার ফারাম উক্ত ম্যানুফ্যাক্‌চারিং আফিসে দরখাস্তকারীদিগকে প্রত্যহই দেখান যাইবে। কেবল রবিবার ও ছুটির দিনে দেখান যাইবে না।

যদি টেণ্ডার গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে কণ্ট্রাক্ট লেখা পড়ার দস্তাবেজ দস্তখত ও মোহরাঙ্কিত করিতে হইবে। দস্তাবেজের ষ্ট্যাম্পের মূল্য এক টাকা কণ্ট্রাক্টরদিগকে দিতে হইবে। দুইখান করিয়া টেণ্ডার দিতে হইবে এবং তাহা ইংরাজিতে লেখা হইবে। প্রত্যেক রকমের জিনিষ যে যে দরে দেওয়া যাইতে পারিবে, সেই সেই দর অঙ্কপাত করিয়াও অক্ষর তাড়িয়া লিখিয়া দিতে হইবে।

কেবল ছাপাকরা ফারমে টেণ্ডার লওয়া যাইবে। উক্তরূপ ছাপা করা ফারমের দুইখান এই আফিসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে। দুই খানি ফারম দুই টাকা মূল্যে পাওয়া যাইবে।

সকল অপেক্ষা কমদর দিলেই যে টেণ্ডার গ্রাহ্য হইবে এমন কথা নহে। এবং কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে তাহা কি জন্য অগ্রাহ্য হইল, তাহার কোন কারণ দেখান হইবে না।

টেণ্ডার সকল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা অর্ডনেন্‌সের শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্‌টর জেনারেল সাহেবের উপর আছে। তিনি বিনা কৈফিয়াতে সকলের নীচের কি অন্য কোন টেণ্ডার অগ্রাহ্য করিবার অধিকার রাখেন। অথবা কোন টেণ্ডারের যদি কোন কোন জিনিসের দর স্পষ্টতঃ অতিশয় বেসী হয়, তাহা হইলে সেই সেই জিনিসের দর তিনি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। টেণ্ডারের সহিত ৫০০ টাকার গবর্ণমেণ্টের কাগজ কিম্বা নোট আমানত করিতে হইবে। কন্‌ট্রাক্‌ট লেখা পড়া হইয়া গেলে কিম্বা টেণ্ডার অগ্রাহ্য হইলে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

শ্রীযুক্ত কমিশরি অব অর্ডনেন্‌স সাহেব ১৮৭৩ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি, বেলা দুই প্রহরের সময় উক্ত ম্যানুফ্যাকচারিং ডিপো আফিসে টেণ্ডার সকল খুলিবেন। যে সকল ব্যক্তি টেণ্ডার দিবেন, তাহারা ঐ সময় উপস্থিত থাকিবেন।

ম্যানুফ্যাকচারিং, ডিপো আফিস দমদম ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৭২ } এ, ওয়াকার কাপ্তেন আর, এ, কমিসারি অবঅর্ডনেন্স।

FOR SALE.

Uncovenanted Civil Service Code shewing new leave, Acting allowance, Pension and travelling allowance rules, price Rupees two only apply to Baboo Bholanauth Sen, Treasury Building, Calcutta.

Key to Baboo P. C Sircar's Second Book of Reading. Price 4 Annas To be had at the Roy Press, 29, Mirzapore Street. A large discount allowed at all purchasers.

Fonindra Mohun Bose.

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

(BEING ACT No. OF 1872.)

WITH

Notes Consisting of Copious Apt extracts from Text Writers, numerous illustrative cases both Indian and English, appropriate quotations from the reports of the Select Committee and other sorts of explanatory remarks and comments.

INTO WICH IS INCORPORATED

THE INDIAN EVIDENCE ACT AMENDMENT ACT,

AND TO WHICH IS APPENDED

THE INDIAN OATHS ACT.

BY

KISHARI LAL SARKAR, M. A. B. L.

Price Rs 4.

To be had at the Amrita Bazar Puttrika Office.

জরিপ ও পরিমিতির গ্রন্থ।

এঞ্জিনীয়ারিং কালেজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, এবং পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত। মূল্য এক টাকা ডাকমাশুল ৵০। কলিকাতা, আমহর্ষ্ট ষ্ট্রীট শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির ছাপা খানায় পাওয়া যাইবে।

জমিদারী, মহাজনী ও বাজার হিসাব, বাঙ্গলা দেশের জমিদারী, রাজস্ব ও মহাজনীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সমেত —।

বাঙ্গালা ও মাইনর ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থী দিগের পাঠার্থ।

হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

মূল্য ৷৷০ আট আনা। ডাকমাশুল ৴০ এক আনা।

১০ নম্বর ক্রাউচস্ লেন, নেড়াগির্জ্জা, নিউ স্কুলবুক প্রেসে প্রাপ্তব্য।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬৷৷০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪৷৷০
ত্রৈমাসিক	২৷৵০	২৸০
এক খণ্ড	৷০	৷১০
অনগ্রিম মূল্য।		
বার্ষিক	৮৷৷০	১০৲

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	৴১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।